"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" কিভাবে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে পারে তার পদ্ধতিঃ
পৃষ্ঠা নং-১১৮

নিম্নে বর্ণিত কতগুলো পদ্ধতি অনুসরন করলে একজন أَرْذَلُ النَّاس الْمُسْلِمِ তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ الْمُسْلِمِ النَّاس خَيْرُ তথা সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে পারে ।
(১) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর সাহাবীগণকে (إِحْسَا نِ - ইহসান) তথা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবুহু অনুসরন করবেন ।
এটা এ জন্য যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর সাহাবীকেরামগণের ইমানের প্রসংশা করে (রাদিআল্লাহু আনহুম) বলেন-"، "فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ (অর্থঃ- "যদি তারা তোমাদের ন্যয় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন", ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)। উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে সাহাবীকেরামগণের ইমানের অনুরুপ ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে । তাঁদের ঈমানের অনুরূপ ঈমান আনলে একজন মানুষ ঈমানদার বা বিশ্বাসী মানুষ হবে অন্যথায় মানুষ ঈমানদার বা বিশ্বাসী মানুষ হবে না। কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাও সাহাবীকেরামগণের সম্পর্কে বলেছেন- " خير الناس قرني "অর্থঃ" সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী(সাহাবীকেরামগণ)। আল- মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩
(২) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ"কে সাহাবীদের অনুসারী পরবর্তী তাবেঈদের অনুসরন করতে হবে , তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের অনুসরন করতে হবে , তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত ,الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ السُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে । কারণ, তাবেঈনগণ হচ্ছেন উত্তম লোক । তাঁদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন----------
"وَالسَّابِقُوْنَ اَلْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأنْصَارِ وَاَلَّذِيْنَ اِتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اَللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ"
(অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (তাবেঈনগণ ওকিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের) সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০* এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- ،ثم الذين يلونهم ،خير الناس قرني " "(অর্থঃ" সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী, তারপর পরবর্তী শতাব্দী(তাবেঈন) । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩ ।
(৩) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) "অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ"কে তাবে'-তাবেঈনগনণর অনুসরন করতে হবে , তাঁদের

প্রদত্ত রায়-মতামত , মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের অনুসরন করতে হবে , তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে । কারণ, তাবে'-তাবেঈনগণ হচ্ছেন উত্তম লোক । তাঁদের ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ،ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الْاَخَرُوْنَ أَرْذَلُ " (অর্থঃ" সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার শতাব্দী, তারপর পরবর্তী শতাব্দী, তারপর পরবর্তী শতাব্দী (তাবে'-তাবেঈনগন), তারপর পরবর্তী লোকেরা সর্বনিকৃষ্ট। আল- মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৪৩ ।

(৪) " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক লিখিত সব হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ পযায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে হিজরী সালের অগ্রগামিতার ক্রমানুসারে অধ্যয়ন ও পাঠ করতে হবে ।প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহ বাদ দিয়ে পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্তের পর তৃতীয় হিজরী সালে লিখিত বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ,জামে' তিরমিজি শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, সুনানে নাসাই শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ নামে পরিচিত ছয়টি হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহকে শুধু সিহাহ ছিত্তা তথা ছয়টি নির্ভুল কিতাব বা গ্রন্থ অভিহিত না করে বরং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী সালে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহকে অত্যাধিক সহীহ বা নির্ভুল মনে করে অধ্যয়ন ও পাঠ করতে হবে । কারণ, সিহাহ ছিত্তা তথা ছয়টি নির্ভুল কিতাব বা গ্রন্থসমূহের সংকলক মুহাদ্দিছগণের মধ্যে বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ, সুনানে আবু দাউদ শরীফের সংকলকগণের উস্তাদ ছিলেন হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাদিআল্লাহু আনহু । হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাদিঅলাহু আনহুর হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থের নাম "মুসনাদু আহমাদ" ।

দ্বিতীয় হিজরী সালে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহের নাম ক্রমিকঅনুসারে নিম্নে দেওয়া হল।

১. মুসনাদে- ইমাম আবু হানিফা, জন্ম-ইনতিকালঃ৮০-১৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫০০ টি।

২. মোআত্তায়ে -ইমাম মালিক, জন্ম-ইনতিকালঃ ৯৩- ১৭৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭২০ টি।

৩. মুছান্নাফে- আবি শায়বা, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১০৯-২৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৯০৯৮ টি, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন।

৪. মুছান্নাফে- আব্দুর রাজ্জাক, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সনআ'নী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১২৬-২১১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১০৩৩ টি।

৫. মুসনাদে- ইমাম শাফিয়ী ও ৬. তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِي) পদ্ধতিতে লিখিত "কিতাবুল উম্মি" , জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫০- ২০৪ হিজরী, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন।

৭. মুসনাদে- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪০০০০ টি, তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন।

৮.সুনানে দারেমি- প্রণেতার নাম-অব্দল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৫০৩ টি।)

(৫) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ"কে এ বিষয়টি ভাল করে মেনে নিতে হবে যে, خير القرون الثلاثة তথা " উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর ভিতর নামাজ, রোজা , হজ্ব, যাকাতের কার্যক্রম আদায়-পরিচালন , পরিবারিক ,সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কর্ম-কান্ড ইত্যাদি আদেশ-নিষেধ বিষয়

সম্পর্কিত যাবতীয় অনুশাসন পালনের জন্য خير القرون الثلاثة তথা " উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর" উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক মাসআলার জন্য প্রণীত-মীমাংসীত সমাধান এবং প্রদত্ত রায়-মতামত ,الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধিতা করা যাবে না, যে কোন বিষয়ে তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিপরীত কোন নতুন সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না ।

(৬) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) " সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে উন্নীত হতে চাইলে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে গঠিত সব দল-উপদল ছেড়ে দিয়ে ঘরে-বাহিরে, সমাজে-মহল্লায়, ওয়াজ-মাহফিলে ও সভা-সম্মেলনে ইত্যাদি স্থানসমূহে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তার উপর প্রকাশ্যে আলোচনা-পর্যালোচনাসহ অনুসরন,প্রচার-প্রসারে নিমগ্ন হতে হবে এবং " خَيْرُ الثَّلَاثَة الْقُرُوْن "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা"সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়, মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হতে হবে ।

আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, خير القرون الثلاثة তথা " উৎকৃষ্ট তিন যুগের বা শতাব্দীর" উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামা-মণীষীকেরামগণ কর্তৃক প্রণীত-মীমাংসীত সমাধান বা মাসআলার এবং প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধিতা করা এবং তাঁদের মীমাংসীত ও প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত কোন নতুন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে أَرْذَلُ النَّاس الْمُسْلِم তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের চিহ্ন।

(৭) "خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর ভিতর তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকার মধ্যে যাদের নাম রয়েছে তাঁদের স্বপক্ষে থাকা, তাঁদের স্বপক্ষে কথা বলা , তাঁদের সুনাম-সুখ্যাতি প্রচার করা, প্রসংশা করা ও "خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের সমর্থন করাই হচ্ছে সাহাবীকেরামগণের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা সত্যিকার মুমিন-মুসলিম তথা সর্বোৎকৃষ্ট ঈমানদারের নিদর্শন ।

"خَيْرُ الْقُرُوْن الثَّلَاثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের কোন এক জনের বিপক্ষে থাকা, তাঁদের বিপক্ষে কথা বলা, তাঁদের দূর্নাম করা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা ও দোষ তালাশ-অন্বেষণ করা এবং বিরোধিতা করা হচ্ছে أَرْذَلُ النَّاس الْمُسْلِم তথা সর্ব নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষর নিদর্শন ।

(৮) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) " সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে এটা জানতে হবে যে, " الْجَمَاعَةُ" (আল-আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) হচ্ছে একটি চিরস্থায়ী জীবন্ত দল । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলহচ্ছে সকল নবী ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লামা আলাইহিম) এবং তাঁদের উম্মতদের জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রপ্রাপ্ত ফরজ হিসেবে পালনীয় একটি বেহেস্তী দল । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল

জামাআ'ত)নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদিষ্ট (আদেশ প্রাপ্ত)আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) " সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মনে-প্রাণে মানতে হবে, এ দলটিকে মানা ফরজ মনে করতে হবে, এ দলটির অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে, এ দলটির ব্যাপক প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে হবে, এ দলটি ব্যতীত মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন বা বাক্যবলীর সাথে সম্পর্কিত কোন নামে বা ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত)) নতুন নতুন দলগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে । কারণ, কেউ নিজ দলের নাম ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে এমনকি কুরআন ও হাদিস শরীফের কোন বা বাক্যবলীর সাথে সম্পর্কিত কোন নামে বা ভিন্ন ভিন্ন নামে নতুন নতুন দল নাম ধারন বা গ্রহণ করলে সে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । তখন কেউ الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া অবস্থায় আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত করলে সেই ইবাদত আল্লাহ তাআ'লা কবুল করেন না মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র হাদিস শরীফ রয়েছে। হাদিস শরীফ খানা নিম্নে দেওয়া হল ।

عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله صلي الله عليه وسلم" من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله وإن أخطأ غفر له، و من عمل لله في الفرقة فإن أصاب لم يتقبل الله ، و إن أخطأ تبوأ مقعده من منه النار (5170) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)এর মধ্যে থেকে আল্লাহর জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সে আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন ।আর الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত)তথাأَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে আল্লাহর জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করেন না , আর যদি তার সে আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫১৭০। (৯) أَرْذَلُ "الْقُرُوْنِ " তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) " সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষকে এরকম মন-মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে যে, শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে ফরজ-হারাম-নিন্দনীয় বিদআ'ত বলে বা ঘোষণা করে কোন রায়-মতামত এবং ফতওয়া দেওয়া যাবে না । এমতাবস্তায় বলতে হবে যে, এ গুলো হচ্ছে এক দিকে " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" অন্য দিকে এ গুলোকে এর নিজস্ব মূল পরিচিতি নাম "মুবাহ ও জায়িয"

ব্যতীত ফরজ-হারাম বলার অধিকার আমার নাই । এরূপ অধিকার এক মাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই ।

মহান আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম মানুষকে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" উৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষ ও "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ এবং أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করুন । আমীন !

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ" কিভাবে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হতে পারে তার পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পৃষ্ঠা নং-১১৮ থেকে পৃষ্ঠা নং-১২২ পর্যন্ত সবেমাত্র সমাপ্ত হল।

এখন "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনির) সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর অন্তর্ভূক্ত বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের কতগুলো চিহ্ন ও গুণাবলী নিয়ে প্রষ্ঠা নং-১২৩ থেকে পৃষ্ঠা নং-১২৬ পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ তাআ'লা ।